জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – জুন ২০০৮/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* বিশ্ব খাদ্যসংকট মোকাবেলায় জাতিসংঘ খাদ্য সংস্থার চার বছর মেয়াদী পরিকল্পনা ঘোষনা
* তিমুরের অর্থনীতির উন্নয়নে জাতিসংঘ মিশন স্থানীয় পণ্য ক্রয় বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে
* জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সভায় শিক্ষা অর্জনে মেয়েদের সুয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ
* জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান ইরানকে চারজন তরুণ অপরাধীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর না করার আহ্বান জানান
* জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার মুল হাতিয়ার ব্যক্তিগত বিনিয়োগ– সাধারণ পরিষদের সভাপতি

বিশ্ব খাদ্যসংকট মোকাবেলায় জাতিসংঘ খাদ্য সংস্থার চার বছর মেয়াদী পরিকল্পনা ঘোষনা

১৩ জুন– বৈশ্বিক খাদ্য সংকটের কারণে সৃষ্ট ক্ষুধার উচ্চহার মোকাবেলায় জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP) চার বছর মেয়াদী একটি নতুন কৌশলগত পরিকল্পনা ঘোষনা করেছে।

আজ WFP এর নির্বাহী পরিচালক মিজ যোসেট শিরান বলেন, স্থানীয় বাজারে উদ্ভুত চক্রাকার ক্ষুধা মোকাবেলায় যে খাদ্য সহায়তা দেয়া হত তাতে এ কৌশলগত পরিকল্পনা বিপ–ব ঘটাবে।

এ সপ্তাহে রোমে সমবেত WFP বোর্ডেও সদস্যদের তিনি বলেন, আমাদের এ পরিকল্পনার নাম `80-80-80 Solution' যার ৮০ শতাংশ অর্থ উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা হবে, ৮০ শতাংশ পরিবহন খরচ হিসেবে এবং ৮০ শতাংশ উন্নয়নশীল বিশ্বে স্থানীয় পর্যায়ে যেসব কর্মচারী নিয়োগ করা হবে তাদের জন্য ব্যয় করা হবে।

WFP উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য, পরিবহন ও কর্মচারীদের জন্য বছরে ২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে।

এই কৌশলগত পরিকল্পনায় জীবন ধারণের অপরিহার্য সহায়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন, দারফুরের ৩ মিলিয়ন ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের জন্য এ ধরনের সহায়তা দেয়া হলেও এখানে প্রতিরোধ, খাদ্যের স্থানীয় ক্রয়–বিক্রয়কেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং যখন স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য পর্যাপ্ত কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের জন্য তা সহজলভ্য নয় তখন নিদিষ্ট অর্থ ও রসিদ কার্যক্রম ব্যবহার করা হয়।

গত সপ্তাহে রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে WFP এই চার বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ঘোষনা করে। যেখানে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বৈশ্বিক খাদ্য ও জ্বালানী মুল্য বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট ক্ষুধা মোকাবেলা ও কৃষি উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করতে সমবেত হয়েছিলেন।

এই কৌশলগত পরিকল্পনায় প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ হ্রাসকরণ ও প্রশমন এবং জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর জরুরী তৎপরতাসহ পুর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা এবং ক্ষয়ক্ষতি বিশে–ষন প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

এই পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র চাষী, স্থানীয় পরিবহন ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করণে ব্যয়, স্কুলের জন্য খাবার এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত।

গত বছর WFP উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অপরিহার্য খাদ্য ক্রয়ে ৬১২ মিলিয়ন ডলার অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছে।

তিমুরের অর্থনীতির উন্নয়নে জাতিসংঘ মিশন স্থানীয় পণ্য ক্রয় বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে

১২জুন– জাতিসংঘ তিমুর লেস্তে সমন্বিত মিশণ (UNMIT) দেশটির দুর্বল অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা বাড়ানো জন্য

দেশে সহজলভ্য পণ্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

মিশণটি তার কর্মচারী সদস্যদের তাদের সম্প্রদায়ের ভেতর স্থানীয় ব্যবসায় অর্থ খরচ করতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে The Buy Local: Build Timor-Leste প্রচারনাকে সমর্থন করছে।

এই প্রচারণা পিস ডিভিডেন্ট ট্রাস্টের একটি উদ্যোগ। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিভাগের (DPKO) ২০০৫ সালে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে সংঘর্ষ-পরবর্তী দেশে শান্তিরক্ষা এবং এর অংশীদ্বারদের খরচ বাড়ালে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও ব্যক্তিখাতে সামর্থ তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মিশন নিজেও যেখানে সম্ভব স্থানীয় পণ্য ক্রয় করছে এবং UNMIT এর সাথে চুক্তি করতে যে মানদন্ড ও প্রক্রিয়া প্রয়োজন তা পুরণ করতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাহায্য করছে।

UNMIT এর প্রধান এবং তিমুর লেস্তে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি অতুল খারে মিশনে প্রত্যেকে স্থানীয়ভাবে কেনাকাটা করতে এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সহায়তা করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, তিমুর লেস্তেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিখাতের উন্নয়ন অপরিহার্য এবং আমরা পিস ডিভিডেন্ট ট্রাস্টের উদ্যোগ সমুহকে সমর্থন করি।

পিস ডিভিডেন্ট ট্রাস্ট এখন দুটি দেশে কাজ করছে- তিমুর লেস্তে ও আফগানিস্তান এবং অন্যান্য যেসব দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযান আছে সেখানে এটা চালু করার চেষ্টা করছে।

জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সভায় শিক্ষা অর্জনে মেয়েদের সুয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ

১১ জুন- জাতিসংঘ কর্মকর্তাগণ সরকারী নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ আজ নেপালের কাঠমন্ডুতে শুরু হওয়া এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে লিঙ্গ সমতার উন্নয়ন কৌশল অনুসন্ধান শীর্ষক দুদিনব্যাপী সম্মেলনে সমবেত হয়েছেন।

গতকাল জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া আরও বাড়ানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি নির্ধারণে জাতিসংঘ নারী শিক্ষা উদ্যোগের (UNGEI) বিশ্ব উপদেষ্টা কমিটি এক সভার আয়োজন করে।

UNGEI এর বিশ্ব সচিবালয়ের প্রধান চেরিল গ্রেগরি ফেই বলেন, ‘ কিভাবে যেন কোন কারণ ছাড়াই সব মেয়েরা কোণঠাসা, তাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন, এটা খুবই জটিল সমস্যা হলেও আমরা তা মোকাবেলা করে এটা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছি যে তারা যেন শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সম অধিকার উপভোগ করতে পারে।’

UNICEF উলে-খ করে যদিও এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনেক দেশ তাদের সব শিশুর জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিত করতে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। তবুও বিদ্যালয়ে ভর্তি, লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া ও কর্ম প্রর্দশনের ক্ষেত্রে এখনও লিঙ্গ ব্যবধানের নজির লক্ষ্যনীয়।

কম্বোডিয়া, লাওস, নেপাল এবং আফগানিস্থানসহ এ অঞ্চলের কিছু দেশ সম্প্রতি সুনিদিষ্ট কৌশল এবং নারী শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের সুচনা করেছে।

জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান ইরানকে চারজন তরুণ অপরাধীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর না করার আহ্বান জানান

১০ জুন- জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান আঠারো বছর কম বয়সী চারজন তরুণকে তাদেও অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড কার্যকর না করার জন্য ইরানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি দেশটির বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার লুইস আরবার বেহেনুদ সোজাই, মোহাম্মদ ফাদাই, সাঈদ জাই এবং বেহেনাম জারী নামক চার তরুণের মৃত্যু দন্ড অবিলম্বে কার্যকর করার এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর এ ব্যাপারে তার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মিজ আরবার তার দপ্তর থেকে ইস্যুকৃত এক খবরে ইরানী র্কৃপক্ষকে তাদের পদক্ষেপ কার্যকর করার পুর্বে এই ঘটনার অপরাধীদের সম্পর্কে আইনী প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করার আহ্বান জানান এবং অপরধাী ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর মধ্যেই এই মামলা নিস্পত্তি করতে উৎসাহিত করেন।

এতে আরও উলে-খ করা হয় যে, মিজ আরবার আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তরুণ অপরাধীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার চুড়ান্ত নিষেধাজ্ঞার

কথাও ইরানী কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেন।

ইরান বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং শিশু অধিকার কনভেনশন স্বাক্ষরকারী দেশ। আর এ দু'টি চুক্তিতেই বলা আছে অপরাধী যদি ১৮ বছরের কম বয়সী হয় তাহলে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে পারবে না।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার মুল হাতিয়ার ব্যক্তিগত বিনিয়োগ- সাধারণ পরিষদের সভাপতি

৯ জুন- আজ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি সারজেন করিম বলেন, যেহেতু আগামী দশকগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে তাই এ খাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ অপরিহার্য।

সাধারণ পরিষদে ' বিশ্ব ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ও জলবায়ু পরিবর্তন' শীষক আলোচনায় জনাব করিম বলেন, বিশ্ব সংস্থা মনে করে, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার উদ্যোগ সত্ত্বেও, বিশ্ব উষ্ণায়ন মোকাবেলায় মোট যে পরিমাণ তহবিল প্রয়োজন তার আনুমানিক ৯০ শতাংশ বিশ্ব সম্প্রদায়কে ব্যক্তিখাত থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, উপরন্তু আমরা যদি ২০৩০ সালে আজকের অবস্থানে পৌছাতে চাই তাহলে তখন তার জন্য আমাদের প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এখনই কোন পদক্ষেপ না নিলে দরিদ্র দেশগুলোর জিডিপি ১০ শতাংশ হারে কমবে।

আজকের সভাটি গত ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু বিষয়ক আলোচনার ফলোআপ এবং সভাপতি তার উদ্বোধনী ভাষণে অংশগ্রহণকারীদের কিভাবে ব্যক্তিখাত জলবায়ু বিষয়ের সাথে জড়িত সে ব্যাপারে সমষ্টিগত বোঝাপড়া গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমুহ অনেকভাবে আমাদের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। আজকের বিনিয়োগ নিশ্চিতভাবে আগামী বিশ্বের যে চেহারা আমরা দেখতে পাব তাকে প্রভাবিত করবে।

সভাপতি বলেন, অংশগ্রহণমুলক প্যানেলের আলোচনার বৈশিষ্ট অনুসারে কোন ঘটনার দুদিক বিশিষ্ট লক্ষ্যের মাধ্যমে অশা করা হয় ব্যক্তি বিনিয়োগকারীগণ কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কিভাবে তাদের অর্থনৈতিক পছন্দ নির্ধারণকে প্রভাবিত করে তা জানা যাবে ।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, আমরা একটি পরিবেশগত ইস্যু হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস করতে চাই না। বরং এটি টিকসই উন্নয়নের একটি ইস্যু এবং টেকসই উন্নয়ন অবশ্যই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

** ** **